পরিবেশ
পাঠ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের নবপ্রবর্তিত মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ সাধন পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত

পরিবেশ পাঠ

8.7

[দ্বিতীয় শ্রেণী]

364

(মূল্যায়ণের মাধ্যমে ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা)

রবীন্দ্রনাথ বসু বি. এস্‌-সি.

মোহন লাইব্রেরী
৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫এ, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী, ১৯৮৮

মূল্য : টাঃ-৭.৫০
মোহন লাইব্রেরী

শিশুর প্রথম পরিচয়

আমার প্রথম পরিচয়—আমি ভারতবাসী। আমি গর্ব করে বলি—ভারতবর্ষ আমার। ভারতে যাঁরা বাস করেন—তাঁরাও আমার আপনজন, আমার আত্মীয়। পশু-পাখি, গাছ, লতা, ফুল, পতঙ্গ, নদী, সমুদ্র—তারাও আমার প্রিয়! অনেক বড় এই ভারতবর্ষ। আরও বড় তার চিন্তা-ভাবনা। পর বলে কেউ নেই পৃথিবীতে। সকলেই আমার নিজের লোক। এত সুন্দর যার চিন্তা, আমি জন্মেছি সেই দেশে। তার নাম ভারতবর্ষ।
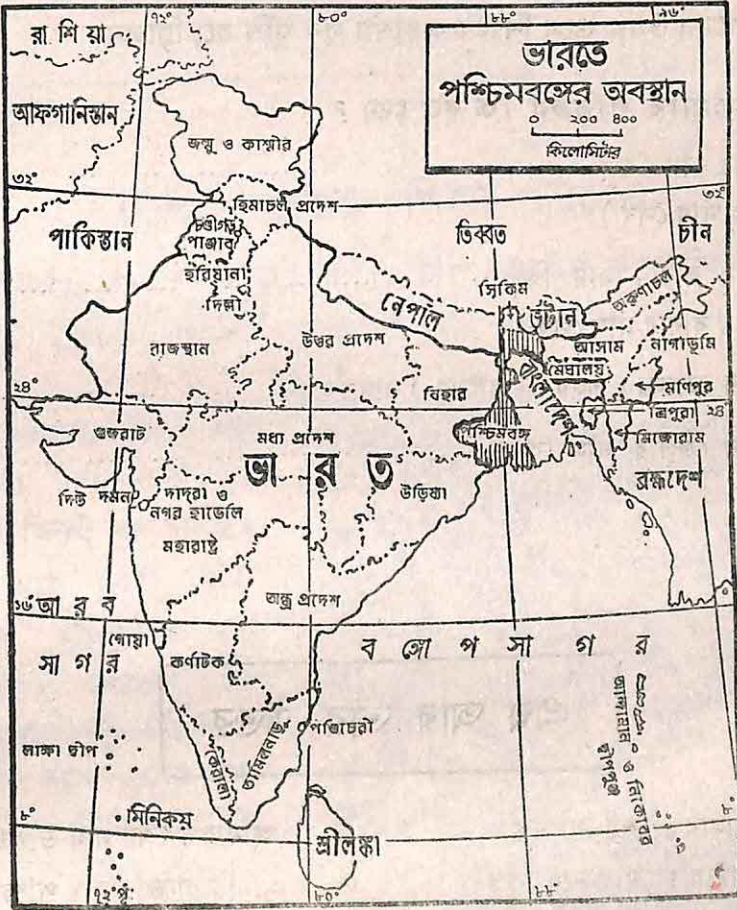
অনেক রাজ্য নিয়ে এই ভারতবর্ষ। অনেক অনেক মানুষ বাস করে এখানে। অনেক তাদের ধর্ম আর অনেক তাদের ভাষা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, আরও অনেক ধর্ম। আর ভাষার কথা ব'লে শেষ করা যায় না। বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, উর্দু, পাঞ্জাবী, তেলেগু, ওড়িয়া, মাদ্রাজী—আরও অনেক ভাষা আছে। সবাই একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করে।

বাইশটি রাজ্য আছে এই ভারতে। তার একটি রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। আর এই

রাজ্যেই আমি জন্মেছি। বাঙালী আমি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। কলিকাতা হলো পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। মহানগরী—এটাও তার আলাদা একটা নাম। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শহর।

এই শহর থেকে অল্প দূরে আমাদের বাড়ি। কেউ বলে আধা শহর। কেউ বলে গ্রাম। আমার বাবা আর আমাদের বিদ্যালয়ের মাষ্টারমশায় বলেন, এটা আমাদেরই গ্রাম। গ্রাম ঘিরে চারিপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরাই আমাদের প্রতিবেশী।

আমি, দীপেন, আর রহিম একই স্কুলে পড়ি। একই শ্রেণীতে একই গ্রামে বাস করি। একদিন ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় দীপেনকে প্রশ্ন করলেন—তোমার পরিচয় কি বল তো?

দীপেন নিজের নাম, বাবার নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম এবং দেশের নাম বলেছিল। দীপেনের উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় খুব খুশি হয়েছিলেন।

এখন তোমার পরিচয় কি বল তো?

* তোমার নাম কি? ... ...
(যে যার নাম লেখ)

* তোমার বাবার নাম কি?... ... ...
(যে যার বাবার নাম লেখ)

* তোমার গ্রামের (শহর বা স্থানের) নাম কি?... ... ...

* তোমার জেলার নাম কি?... ... ...

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রঃ। তোমার দেশের নাম কি? উঃ। আমার দেশের নাম ভারত।

প্রঃ। তোমার রাজ্যের নাম কি? উঃ। আমার রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ।

প্রঃ। তুমি কোন্ দেশের নাগরিক? উঃ। ভারতের নাগরিক আমি।

প্রঃ। বাঙালীরা কোন্ ভাষায় কথা বলে? উঃ। বাঙালীরা বাংলা ভাষায় কথা বলে।

প্রঃ। তুমি কি বাঙালী? উঃ। হ্যাঁ, আমি বাঙালী।

প্রঃ। তোমার প্রথম অথবা সবচেয়ে বড় পরিচয় কি? উঃ। আমার প্রথম অথবা সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি ভারতবাসী।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :—

১। (ক) প্রঃ। তোমার পরিচয় কি ?
(খ) প্রঃ। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ?
(গ) প্রঃ। তোমার বাবা কি করেন ?
(ঘ) প্রঃ। তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম কি ?

(ক) উঃ। … … … … … …
(খ) উঃ। … … … … … …
(গ) উঃ। … … … … … …
(ঘ) উঃ। … … … … … …

শিশুর পরিবার—শিশুর পরিবেশ

তাপস গাঁয়ের ছেলে। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। মুরগীর কর্কশ চিৎকারেও অনেকদিন ঘুম ভেঙ্গে যায়। রবিবার ও ছুটির দিনে নদীতে স্নান করতে যাই, দাদা কিংবা বাবা সঙ্গে থাকেন।

তাপসদের পরিবার তেমন বড় নয়। মা, বাবা, দিদি, ঠাকুরমা, দাদা আর সে। তিনটি গরু আছে। ছাগল দুটো আর মুরগী গোটা পাঁচেক। পাশে হরিপদ কাকার সংসার খুব বড়। সকলকে নিয়ে চুয়াল্লিশজন মানুষ। বন্ধু রহিমদের পরিবারও বেশ বড়। ওদের গরু, মোষ, ছাগল, হাঁস মিলিয়ে কুড়িটা হবে। রহিমের মা তাপসকে খুব ভালবাসেন।
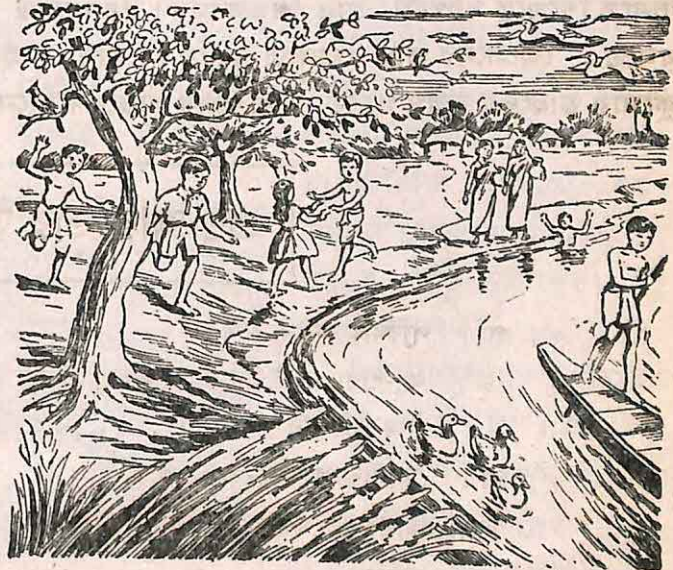
তাপসের বাবা তাদের পরিবারের কর্তা। বাবা যা বলেন তাই হয়। মা ঘরের কাজ করেন। দিদি মাকে সাহায্য করে। দাদা গরু, ছাগল, জমি দেখাশোনা করে। আবার কলেজেও যায়। তাপস—ঠাকুরমা, আর দিদিমার কাছে কাছে থাকে।

স্কুলের দেওয়াল পাকা। ছাদ হলো টালির। দুই-তিন বছরের মধ্যে ছাদ পাকা হবে। ফুলের বাগান আছে। ঝাউ গাছ আছে। গোটা চারেক নারিকেল গাছও আছে। আর আছে দুটো মাঝারি বয়সী কৃষ্ণচূড়া গাছ। চারদিকে বাঁশের বেড়া। ছাগল, গরু, কাছে ঘেঁষতে পারে না। চলমান অনেক যাত্রী—ঠিক যেন আশ্রম।

শিক্ষকেরা আমাদের বড় বন্ধু। আমাদের পথ চিনিয়ে চলতে শেখান। আমরা স্কুল সাজাই। পরিবেশ রচনা করি। ময়লা, আবর্জনা জমতে দিই না। ক্লাস আরম্ভ হবার আগে এক সারিতে দাঁড়াতে হয় সকলকে। প্রার্থনা হয়। নজর দেওয়া হয় পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল, নখ সবকিছুতে। ছয়জন শিক্ষক, দুইজন শিক্ষিকা।

সহপাঠীদের বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে শিখেছি। ক্লাসের মাষ্টারমশাই একদিন বলেছিলেন— তোমরা জাতির গৌরব। তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। নিজের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে সর্বকিছুকে সুন্দর ক'রে তুলবে, তাহলে দেশও সুন্দর হয়ে উঠবে।

শূন্যস্থান পূরণ কর :—

১। আমাদের স্কুলের নাম ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···।

২। আমার একজন সহপাঠীর নাম ··· ··· ··· ··· ··· ···।

৩। স্কুলে ········ শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···।

৪। স্কুলের পিছনে প্রকাণ্ড ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···।

৫। পরীক্ষার ফলাফল ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ। তোমার স্কুলের চারদিকে কি আছে ?	১। উঃ। ··· ··· ··· ··· ··· ···
২। প্রঃ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তোমাদের কি উপদেশ দেন ?	২। উঃ। ··· ··· ··· ··· ··· ···
৩। প্রঃ। বিদ্যালয়-গৃহ এবং তার পরিবেশ সুন্দর রাখতে গেলে কি কি করা প্রয়োজন ?	৩। উঃ। ··· ··· ··· ··· ··· ···
৪। প্রঃ। সহপাঠীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?	৪। উঃ। ··· ··· ··· ··· ··· ···
৫। প্রঃ। শিক্ষকরা আমাদের বড় বন্ধু কেন ?	৫। উঃ। ··· ··· ··· ··· ··· ···

আনন্দ আর উৎসব

জল ছাড়া একটা গাছ সুস্থ্য হয়ে বাঁচতে পারে না। ফুলও সেই গাছে তাই সুন্দর হয়ে ফোটে না। ফল হয় না পুষ্ট, আনন্দ মানুষের জীবনে ঐ জলের মত। জীবনকে সতেজ করতে সাহায্য করে। শরীর আর মনের রোগকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতেও নানাভাবে সাহায্য করে। আনন্দ মানুষের জীবনে ওষুধ আবার টনিক।

উৎসবের মধ্য দিয়ে আনন্দের ঝর্ণাধারা নেমে আসে। উৎসব কিন্তু এক রকম নয়। নানা ধরনের উৎসব হয়ে থাকে। এক এক দেশের উৎসবের চরিত্র এক এক রকম। আমাদের দেশেও উৎসবের অন্ত নেই। সেই প্রাচীন কাল থেকে কত রকমের উৎসব হয়ে আসছে। বর্তমানে উৎসবের সংখ্যা আরও বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষে তো অনেক ধর্মের লোক বাস করে তাই ধর্মকে নিয়ে অনেক উৎসব হয়। শহরেও উৎসব হয়। তবে শহরের উৎসবে যেমন অনেক আলো জ্বলে, অনেক মানুষ আসে, গ্রামের উৎসবে ততটা কিছু হয় না।

হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হলো—দুর্গাপূজা। শরৎ কালে এই উৎসব হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার পরেই যে উৎসব সারা ভারতে আলোর বন্যা বহন করে আনে —সেটা হলো কালীপূজা। বড় বড় অনেক শহর আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গ্রামও দিনে দিনে আড়ম্বরপ্রিয় হয়ে উঠছে। চন্দন-নগরে জগদ্ধাত্রী পূজা, নবদ্বীপের রাস—বহু পুরাতন। প্রতি-বছর মানুষের ভিড় উপছে পড়ে। শীতকালে সরস্বতী পূজা তো ঘরে ঘরে হয়। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে—এটা একটা বিশেষ দিন। কারণ সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী।

এছাড়া রথের মেলা, চড়ক মেলা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী এসব তো আছেই। বারো মাসে তেরো পার্বণ নিয়ে আমাদের এই সমাজ।

রথের মেলায় কত রকমের মাটির পুতুল বিক্রী হয়। পাঁপড় ভাজা ও আরও কত রকমের খাবার ও বিক্রী হয়। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরে মাহেশের রথের মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়। এই চড়ক মেলায় দড়িতে মানুষ ঝুলে ঘুরপাক খায়। ছেলে-মেয়েরা অবাক হ'য়ে দেখে। চড়কের সময়ও বড় মেলা হয়।

দোল উৎসবে ছেলে মেয়েরা আনন্দে মেতে ওঠে। কত রঙ নিয়ে এ ওর গায়ে লাগায়।

জন্মাষ্টমী হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। সারা দেশে কত লোকের বাড়িতে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

মুসলিমদের মহরম, ঈদ, ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা প্রভৃতি উৎসব সারাদেশে পালিত হয়ে থাকে। ঈদ হচ্ছে মহামিলনের উৎসব, সকলে সকলের ভাই।

ইস্টার স্যাটারডে, খ্রীষ্ট মাস এসব হলো খ্রীষ্টানদের বিশেষ উৎসব। বুদ্ধ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধদের উৎসব পালিত হয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী।
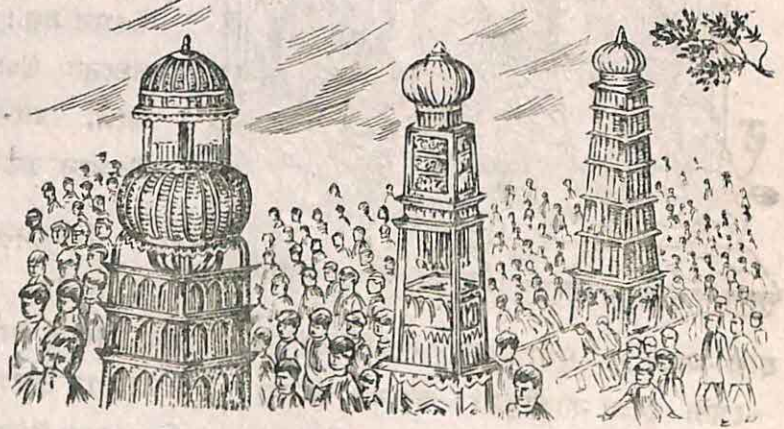
অনেক উৎসব আছে যেখানে সব সমাজের মানুষ আনন্দে অংশ গ্রহণ করে। একে জাতীয় উৎসব বলে। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস। এসব উৎসব বড় শহরে বা মহানগরীতে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাহলেও গ্রামে-গঞ্জে এর প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ভাইফোঁটাতে কিন্তু শহর, গ্রামে বিশেষ তফাৎ নেই।

রবীন্দ্র জয়ন্তী, ২৩শে জানুয়ারী উৎসব শহরের মত বড় আকারে পালিত না হলেও তাপসের স্কুলে এবং গ্রামে আন্তরিকভাবে পালন করা হয়। প্রতিবারে সে এসব উৎসবে একটা ক'রে আবৃত্তি করে। তার আবৃত্তিতে খুব সুনাম। মাষ্টারমশাই বলেছেন, সামনের বছর থেকে আমরা শিশু-দিবস পালন করব। এমন কি বই মেলাতেও যাবার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রঃ। সরস্বতী পূজা কখন হয় ?

উঃ। এই পূজা শীতকালে হয়।

প্রঃ। কয়েকটা জাতীয় উৎসবের নাম কর।

উঃ। স্বাধীনতা-দিবস, নেতাজী জন্মোৎসব, প্রজাতন্ত্র-দিবস, শিক্ষক-দিবস, পরিচ্ছন্নতা-দিবস প্রভৃতি।

প্রঃ। জাতীয় উৎসব বলতে কি বোঝ ?

উঃ। জাতীয় উৎসব বলতে—সকলে মিলে যে-সকল উৎসব পালন করা হয় তাদেরই বলা হয় জাতীয় উৎসব।

প্রঃ। শিশু-দিবস বলতে কি বোঝ ?

উঃ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি ছিলেন শিশু-প্রেমিক। আদর ক'রে শিশুরা তাঁকে 'চাচা নেহরু' বলে ডাকত। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ ক'রে—এই দিনটাকে শিশু-দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

প্রঃ। মহরম কি ?

উঃ। মহরম মুসলমানদের একটা শোক উৎসব।

প্রঃ। 'মে দিবস' পালন করা হয় কেন ?

উঃ। পৃথিবীর সব শ্রমিকদের একতা আর মিলনের দিন হিসেবে এই দিনটাকে পালন করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

১। প্রঃ তোমাদের বিদ্যালয়ে কোন্ উৎসব পালন করা হয় ?	১। উঃ … … … … … …
২। প্রঃ তোমরা তোমাদের বিদ্যালয়ে কোন্ দিনে পরিচ্ছন্ন-দিবস পালন কর ?	২। উঃ … … … … … …
৩। প্রঃ খ্রীস্টমাস ডে (বড়দিন) উৎসব কোন্ তারিখে পালন করা হয় ?	৩। উঃ … … … … … …
৪। প্রঃ জন্মাষ্টমী কোন্ মাসে হয় ?	৪। উঃ … … … … … …
৫। প্রঃ কোন্ মহাত্মার জন্মদিনে পরিচ্ছন্নতা-দিবস পালন হয় ?	৫। উঃ … … … … … …
৬। প্রঃ স্বাধীনতা-দিবস কিভাবে পালন কর ?	৬। উঃ … … … … … …

গ্রাম আর দেশ শাসনের কথা

আগের আলোচনায় জেনেছ প্রতিদিনের পরিচিত পরিবেশের কথা। সকলেই সেখানে আপনজন। প্রতিদিনের চেনাজানা মুখ। গাছগাছালি, পশুপাখি সবই প্রতি-দিনের দেখা।

এবারে একটু অন্য আলোচনা—গ্রাম আর শহর নিয়ে তো সব নয়। জানতে হবে জেলার কথা। জানতে হবে—রাজ্য, রাষ্ট্র এদেরও কথা। হাজার হাজার গ্রাম অনেক শহরতলী আর অনেক শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ।

শিক্ষকমশাই বললেন, আজ দেশের শাসন বিষয় নিয়ে পড়াব।
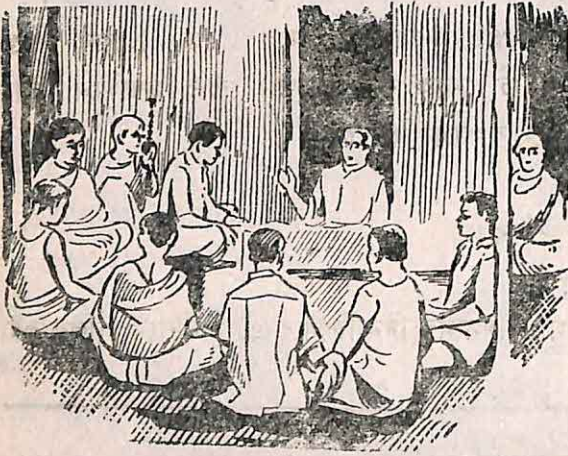
(১) কয়েকটা পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠে একটা গ্রাম। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে একটা অঞ্চল বা গ্রাম-পঞ্চায়েত।

(২) কয়েকটা গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে গড়ে ওঠে একটা থানা। প্রত্যেক থানায় থাকেন কয়েকজন পুলিশ। তিন-চারজন অফিসারও থাকেন। এঁদের দারোগাও বলা হয়। এলাকায় শান্তিরক্ষা করাই এঁদের কাজ।

(৩) কয়েকটা থানা নিয়ে গড়ে ওঠে একটা মহকুমা।

(৪) এক বা একের বেশি মহকুমা নিয়ে গড়ে ওঠে একটা জেলা।

(৫) কতকগুলো জেলা নিয়ে হয় একটা বিভাগ।

(৬) কয়েকটা বিভাগ নিয়ে গড়ে ওঠে একটা রাজ্য। যেমন—পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

(৭) আর কয়েকটা রাজ্য নিয়ে গড়ে ওঠে একটা গোটা দেশ। যেমন—ভারত। নয়টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আর বাইশটা রাজ্য নিয়ে ভারতবর্ষ।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

১। প্রঃ মিউনিসিপ্যালিটি বলতে কি বোঝ?

উঃ। শহরের রাস্তাঘাট তৈরি করা এবং মেরামত করা, পথঘাট, নালা পরিষ্কার করা, জল এবং আলোর ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তাকে বলে চেয়ারম্যান। কলিকাতার পৌরসভার সর্বময় কর্তাকে বলে—মেয়র বা পৌর-পিতা।

২। প্রঃ পঞ্চায়েতের কয়টা স্তর আছে এবং কি কি? তাদের সর্বময় কর্তাকে কি বলা হয়?

উঃ। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর আছে। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) পঞ্চায়েত সমিতি ও (৩) জেলা পরিষদ।

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বলে—'প্রধান', (২) পঞ্চায়েত সমিতির কর্তাকে বলে—'সভাপতি' ও (৩) জেলা পরিষদের সর্বময় কর্তাকে বলে—'সভাধিপতি'।

৩। প্রঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কয়টি বিভাগ আছে? কোন্ বিভাগে কি কি জেলা আছে?

উঃ। এই রাজ্যে তিনটি বিভাগ আছে। (১) বর্ধমান বিভাগে আছে ৬টি জেলা—(ক) বর্ধমান, (খ) বীরভূম, (গ) বাঁকুড়া, (ঘ) মেদিনীপুর, (ঙ) হুগলী ও (চ) পুরুলিয়া।

(২) প্রেসিডেন্সী বিভাগে আছে ৫টি জেলা—(ক) হাওড়া, (খ) নদীয়া, (গ) মুর্শিদাবাদ, (ঘ) চব্বিশ-পরগনা ও (ঙ) কলিকাতা।

(৩) জলপাইগুড়ি বিভাগে পাঁচটি জেলা আছে। (ক) দার্জিলিং, (খ) জলপাইগুড়ি, (গ) কোচবিহার, (ঘ) মালদহ ও (ঙ) পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কয়টি জেলা আছে?

উঃ। ষোলটি জেলা আছে। বর্তমানে চব্বিশ-পরগনা জেলাকে দুটো জেলা করা হয়েছে। তাই বলতে হবে পশ্চিমবঙ্গে সতেরটি জেলা আছে।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ তোমার গ্রাম কোন্ পঞ্চায়েতের অধীন?	১। উঃ ... ...
২। প্রঃ আমাদের বিভাগের নাম কি?	২। উঃ ... ...
৩। প্রঃ আমাদের রাজ্যের নাম কি?	৩। উঃ ... ...
৪। প্রঃ আমাদের দেশে কয়টা রাজ্য আছে?	৪। উঃ ... ...
৫। প্রঃ মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কি?	৫। উঃ ... ...

গ্রাম আর শহরের বাড়ি-ঘর

হাজার হাজার বছর আগের কথা। মানুষ ঘুরে বেড়াত বনে-জঙ্গলে। সারাদিন আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত। রাত্রে আশ্রয় নিত গাছের আড়ালে। কিন্তু সেখানে জীবন নিরাপদ ছিল না। বন্যপশুর আক্রমণের ভয়ে সাবধানে থাকতে হ'ত। আরম্ভ হলো

গুহায় থাকা। তারপর গাছের উপরে ঘর বেঁধে থাকবার চেষ্টা। একদিন নিজেরাই ঘর বাঁধতে শিখল। সেই ঘর বাঁধা দিনে দিনে আরও উন্নত হলো। এমনি ক'রে মানুষ নিজের দরকারে বাড়ি-ঘর বাঁধতে শিখেছে। তাকে মজবুত করেছে। তাকে সুন্দর করতে শিখেছে।
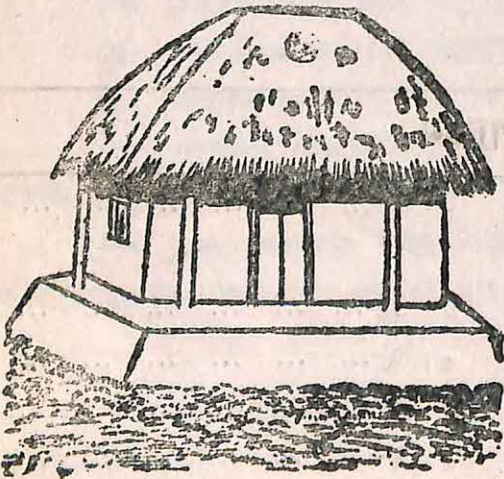
এখন গ্রামের ঘর-বাড়িতে কত বাহার। কোথাও দুই চালা, কোথাও চার চালা, আবার আট চালার ঘরও আছে অনেক।

আছে মাটির বাড়ি, কাঠের বাড়ি, বাঁশের বাড়ি। বাঁশ, কাঠ, খড়, গোলপাতা আর ঘরামীর হাতের যাদুতে গ'ড়ে ওঠে সুন্দর বাড়িঘর।

শহরের রূপ আলাদা। সেখানে সবই পাকাবাড়ি। শহর গ'ড়ে ওঠে পরিকল্পিত ভাবে।
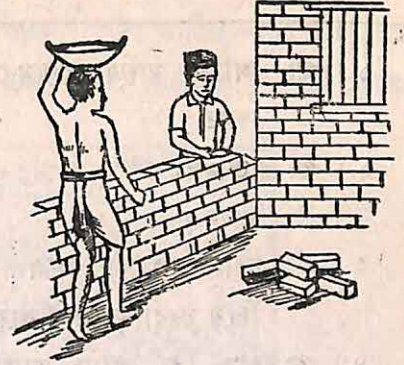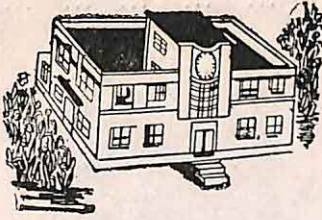
রাজমিস্ত্রীরা পাকাবাড়ি তৈরি করে। এরা সব পাকা রাজমিস্ত্রী। একতলা, দু'তলা এমন কি দশ-বিশতলা বাড়িও আছে শহরে। দেখলে অবাক হতে হয়।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রঃ হাজার হাজার বছর আগে মানুষ কোথায় থাকত?

উঃ বনে জঙ্গলে অথবা গাছের আড়ালে।

প্রঃ জীবজন্তুর ভয়ে কোথায় থাকত?

উঃ গুহায় এবং গাছের উপর ঘর বেঁধে থাকত।

প্রঃ এখন গ্রামের ঘরবাড়ি কি রকম?

উঃ মাটির বাড়ি, কাঠের বাড়ি এবং বাঁশের বাড়ি ইত্যাদি।

প্রঃ শহরের বাড়ি কি রকম?

উঃ শহরের সবই পাকা বাড়ি।

প্রঃ পাকাবাড়ি কে বানায়?

উঃ রাজমিস্ত্রী।

প্রঃ শহরে কত বড় বাড়ি আছে?

উঃ একতলা, দুতলা এমনকি দশ-বিশতলা বাড়িও আছে শহরে।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ আদিম মানুষ প্রথমে কোথায় বাস করত ?	১। উঃ ... ...
২। প্রঃ রাজমিস্ত্রী কোন্ ধরনের বাড়ি তৈরি করেন ?	২। উঃ ... ...
৩। প্রঃ ঘরামী কাদের বলে ? তারা কি দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে ?	৩। উঃ .. ..
৪। প্রঃ তুমি কি গ্রামে থাক ? তোমার কোন্ ধরনের বাড়ি পছন্দ ?	৪। উঃ ... ...
৫। প্রঃ তুমি কি শহরে থাক ? তোমার কোন্ ধরনের বাড়ি পছন্দ ?	৫। উঃ .. . .
৬। প্রঃ গ্রাম আর শহরের বাড়ি-ঘর কেমন হয় বল।	৬। উঃ ... .
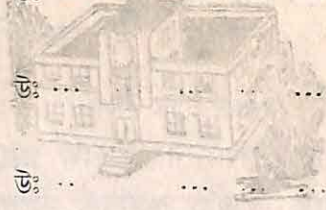
গ্রাম আর শহরের গাড়ি-ঘোড়া

একদিন কিন্তু মানুষকে সবকিছু বহন করতে হতো। তখন তো তারা বনের পশুকে পোষ মানাতে শেখেনি। কোন গাড়ি বা ঐ রকম কিছু নির্মাণ করবার কৌশলও জানতনা। নিজের শরীরের বলই তাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

হঠাৎ একদিন চাকা আবিষ্কার হলো। কেমন ক'রে হলো সেটা পরে শিখবে।
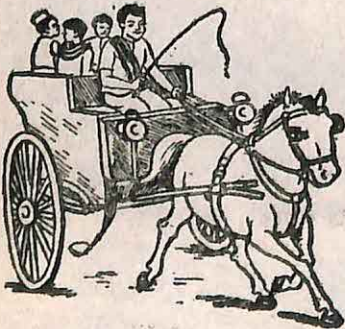
এই চাকা আবিষ্কার মানুষের এগিয়ে চলার পথে একটা নতুন আলো জ্বলে উঠল। পরিশ্রম অনেক কমে গেল। অনেক দূরে অনেক কিছু নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে গেল। সেই চাকা দিনে দিনে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মানুষ দিনে দিনে সভ্য হ'তে লাগলো। বনের পশুকে ধ'রে এনে পোষ মানাতে শুরু করলো। বিশেষ করে ঘোড়া আর হাতি। এদের সাহায্যে চাকা লাগানো গাড়ি টানা আরম্ভ হলো।

সাইকেলে ক'রে তাপস আর রহিম স্কুলে যাচ্ছিল। দীপেন আজ স্কুলে যাবে না। নৌকা ক'রে মামার বাড়ি গেছে। যে পথ দিয়ে দুই বন্ধু যাচ্ছিল—সেটা মাটির পথ। বর্ষাকালে কাদা হয়। শীতকালে ধূলো ওড়ে। আজ হাট আছে। তাই গরুর গাড়ির চলাচল বেশি।

তরিতরকারী, ধান, পাট বোঝাই হয়ে যাচ্ছে হাটে। আর দুই মাইল গেলে পাকা পথ পাওয়া যাবে। সেখানে সাইকেল-রিক্সা, ভ্যান, অটো যাতায়াত করে। বাস-লরি তো আছেই।

তাপস বললে—'আমি সামনের বছরে একটা স্কুটার কিনব। ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। রহিম বলল, উড়ো-জাহাজ-গুলোর খুব মজা। গ্রামের আকাশ, শহরের আকাশ, দুনিয়ার সব আকাশ দিয়ে যাতায়াত করে। বেশ মজা।

প্রলয় শহরের ছেলে। তাপস এসেছে তাদের বাড়ি বেড়াতে। দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব দেখবে।

শহরের রাস্তাঘাটগুলো কী সুন্দর! আবার বেশ চওড়া। কতরকমের যানবাহন। কতরকমের বাস। দোতলা বাসে উঠে তাপস আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। ট্রাম দেখেছে, তাতে চরেছে। ট্যাক্সী ক'রে একদিন যাদুঘর দেখে এলো। মানুষে টানা রিক্সা দেখে তাপসের একটু কষ্ট হয়েছে। চক্ররেল দেখেছে। পাতাল রেলও দেখতে ভুল করেনি। তাপসের মনে হয়েছে—কলিকাতা যেন কেবল গাড়ির শহর।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১। গ্রামের পথ-ঘাট কেমন ?	১। গ্রামের অধিকাংশ পথ ঘাট কাঁচা। বর্ষায় জল জমে। কাদা হয়। শীত আর গরমে ধুলো ভরে যায়।
২। গ্রামের গাড়ী ঘোড়া কি কি ?	২। গরু আর মোষের গাড়ী, সাইকেল, রিক্সা, এবং নৌকা এসব প্রধান যান-বাহন। আজকাল ভ্যান রিক্সাও দেখা যায়।
৩। গ্রামের বাজার কেমন ?	৩। অনেক গ্রামে সপ্তাহে তিন দিন কিংবা চারদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজার বসে। আজকাল অনেক গ্রামে রোজ বাজার বসতে দেখা যায়। কোথাও সকালে আবার কোথাও বিকেলে বসে।
৪। গ্রামের হাটে কোন কোন জিনিস বেচা-কেনা হয় ?	৪। ধান, গম, পাট থেকে আরম্ভ ক'রে সেই মরশুমের শাক-সব্জি সব পাওয়া যায়। হাঁড়ি-কলসী থেকে আরম্ভ ক'রে হাতা, খুন্তি, কুড়ুল সব পাওয়া যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ গ্রামের কয়েকটা গাড়ী ঘোড়ার নাম লেখ।	১। উঃ ... ... ।
২। প্রঃ শহরের পথ-ঘাট কেমন	২। উঃ ... ...
৩। প্রঃ তুমি শহর দেখেছ? কোন্ কোন্ গাড়ীতে চড়েছ বল ?	৩। উঃ ... ...
৪। প্রঃ শহরে তাপসের অভিজ্ঞতার কথা লেখ।	৪। উঃ ... ...
৫। প্রঃ টাকা আবিষ্কার হওয়াতে মানুষের কি কি উপকার হয়েছে ?	৫। উঃ ... ...

গ্রাম আর শহরের সমাজবন্ধু

ক্লাসে মাষ্টারমশাই বললেন—বল তো সমাজের বন্ধু কাকে বলে?

রহিম উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যাঁরা সমাজের লোকদের, পশুপাখি, গাছপালা—এদেরও সেবা করেন, তাঁদের সমাজের বন্ধু বলে।

মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করলেন—গ্রামের কয়েকজন সমাজবন্ধুর নাম কর। দীপেন বললে—(১) চাষী ভাই, (২) জেলে ভাই, (৩) গোয়ালা ভাই, (৪) কামার ভাই, (৫) কুমোর ভাই, (৬) মজুর ভাই, (৭) তাঁতী ভাই, (৮) ডাক্তার ও (৯) শিক্ষক।

মাষ্টারমশাই বললেন—আরও অনেকে আছেন। দীপেন যে সকল সমাজবন্ধুর নাম করেছে আমি তাঁদের সম্বন্ধে বলব—কেন তাঁরা সমাজবন্ধু তা জানতে পারবে।
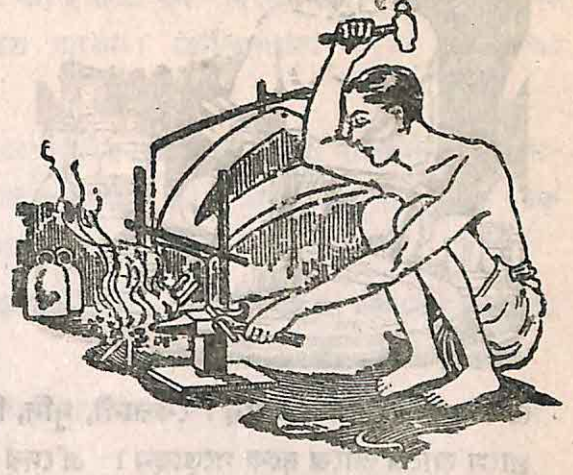
(১) চাষী ভাই—চাষীরা রাত-দিন রোদে, জলে, ঝড়ে জমি চাষ করেন। ফসল

ফলান। ধান, গম, পাট, ডাল, তরিতরকারী আরও অনেক কিছু এই চাষী ভাইদের কাছ থেকে পাই।

(২) জেলে ভাই—মাছ বাঙ্গালীর একটা প্রিয় খাদ্য। নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর এমন কি সমুদ্র থেকেও এই মাছ সংগ্রহ করেন জেলে ভাই।

(৩) গোয়ালা ভাই—দুধ কেবল খেতেই ভালো নয়। এটা একটা বলকারক পানীয়। এঁরা গরু, মোষ, ছাগল পালন করেন, সেবা করেন ও যত্ন করেন। দুধ থেকে দই, ছানা, নানা ধরনের মিষ্টি, আরও অনেক কিছু হয়। এ সবকিছুর পেছনে রয়েছেন—গোয়ালা ভাই।

(৪) কুমোর ভাই—কলসী, কুঁজো, হাঁড়ি, জালা, আরও কত কি মাটি দিয়ে তৈরি করেন। কেবল তাই নয়—মাটির খেলনা, পুতুল, প্রতিমা গড়ে সমাজের সকলকে অবাক করে দেন।
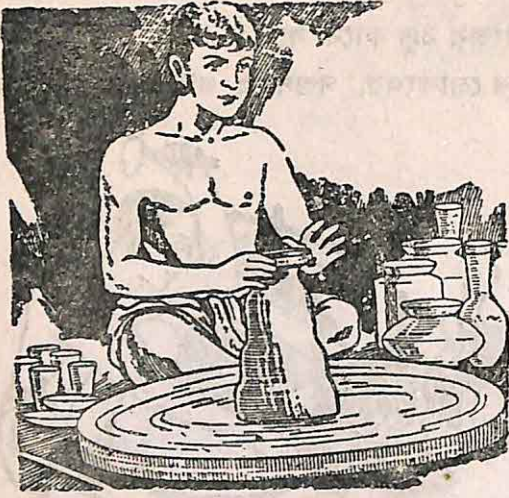
মাষ্টারমশাই বললেন—কয়েকজন শহরের সমাজবন্ধুর নাম কর।

দীপেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে—(১) কেরানী (২) শ্রমিক ভাই, (৩) পুলিশ ভাই, (৪) পিয়ন ভাই, (৫) মুদি ভাই ইত্যাদি।

মাষ্টারমশাই বললেন—তুমি ঠিক বলেছ। তবে এসব ব্যাপারে গ্রাম আর শহরের পার্থক্য ঠিক করা অসুবিধে আছে। কেরানী, মুদি, পিয়ন—এঁরা গ্রামেও আছেন। এমনকি রাজমিস্ত্রীও গ্রামে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়েছেন। এঁদের সকলের কথা কিছু কিছু বলব।

(১) কেরানী ভাই—অফিস আদালতে, ব্যবসাক্ষেত্রে অনেক হিসেব পত্র আর লেখা-লেখির কাজ থাকে। এই সব কাজে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের বলা হয় কেরানী।

(২) শ্রমিক ভাই—কলকারখানায় অনেক কিছু তৈরি হয়। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাপড়, পাট থেকে সুতো, থলে আরও কত কি! সবই করেন শ্রমিক ভাইরা। বর্তমান দুনিয়ায়—এই শ্রমিকদের দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) পুলিশ ভাই—চোর, ডাকাত ধরা, শান্তি রক্ষা করা এঁদের প্রধান কাজ। এঁদের জন্য শহরের মানুষজন শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। চৌকিদাররা গ্রামের শান্তি রক্ষা করেন।

(৪) পিয়ন ভাই—চিঠিপত্র ছাড়া সমাজের জীবন ঠিকমত চলতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। চিঠিপত্র নিজেরা চলাফেরা করতে পারে না। এদের যাঁরা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে পেঁাছে দেন তাঁদের পিয়ন বলা হয়।

(৫) ডাক্তার—গ্রামে, শহরেও গঞ্জে ডাক্তার থাকেন। অসুখে-বিসুখে মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু ডাক্তার।

(৬) শিক্ষক—শিক্ষককে জাতির গুরু বলা হয়। মানুষকে বিদ্যা দান করেন। জীবনকে সুন্দর করতে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ গ্রামের কয়েকজন সমাজবন্ধুর নাম বল?	১। উঃ চাষী ভাই, জেলে ভাই, গোয়ালা ভাই, কামার ভাই, কুমার ভাই, মজুর ভাই, তাঁতী ভাই, ডাক্তার ও শিক্ষক।
২। প্রঃ চাষী ভাই কি কাজ করেন?	২। উঃ চাষী ভাই জমি চাষ করেন ও ফসল ফলান।
৩। প্রঃ গোয়ালা ভাই কি কাজ করেন?	৩। উঃ গোয়ালা ভাই দুধ দোয়ান—দুধ থেকে দই, ছানা ও নানা ধরনের মিষ্টি তৈরি করেন।
৪। প্রঃ শিক্ষকমশাই কি করেন?	৪। উঃ শিক্ষকমশাই আমাদের যত্নসহকারে পড়ান ও সঠিক পথে মানুষ হতে পথ দেখান।

পাঠ মূল্যায়ন

১। প্রঃ সমাজের বন্ধু কাকে বলে ?	১। উঃ … … … … … … …
২। প্রঃ চারজন সমাজবন্ধুর নাম কর।	২। উঃ … … … … … … …
৩। প্রঃ কোন্ সমাজবন্ধুকে জাতির গুরু বলা হয় ?	৩। উঃ … … … … … … …
৪। প্রঃ চাষী ভাই চাষ না করলে দেশের কি ক্ষতি হয় ?	৪। উঃ … … … … … … …
৫। প্রঃ ঘরামি এবং রাজমিস্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য কি ?	৫। উঃ … … … … … … …
৬। প্রঃ ডাক্তার আমাদের কেমন করে সাহায্য করেন ?	৬। উঃ … … … … … … …

প্রকৃতি পরিবেশের কথা

তাপস প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বড় হচ্ছে। জানবার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তার মধ্যে কৌতূহল বরাবর একটু বেশি। তার বাড়ি, গ্রাম, বিদ্যালয় এসবের পরিচিত পরিবেশ এখন বেশ জানা হয়ে গেছে।
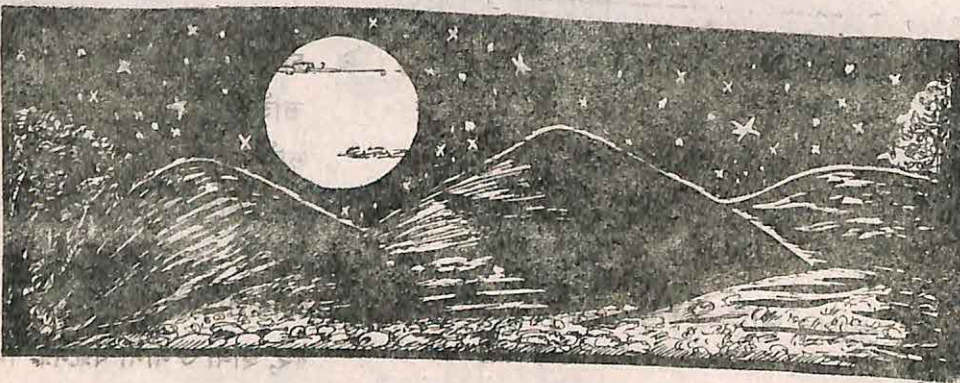
কিন্তু ঐ যে আকাশ। কোথায় ওর শেষ! এত তারা কোথা থেকে এল! তাপস ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসে, সময় পেলে ঘুড়ি ওড়ায়। আকাশের কোলের কাছে চলে যায় যেন ঘুড়িটা। এখন দিন। চাঁদ নজরে আসে না। তাপসের মনে হল,—মানুষ তো চাঁদে গেছে, তার ঘুড়িটা যদি চাঁদের বুকে উড়ে যায়। কিংবা কোন তারার গায়ে আটকে যায়! সূর্যের

কাছে তো যেতেই পারবে না। পুড়ে যাবে সব। কিন্তু সূর্য আমাদের বন্ধু। সে আমাদের আলো দেয়। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। পূর্ব দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে পিছন দিকটা হবে পশ্চিম, ডান দিক দক্ষিণ আর বাম দিক উত্তর।
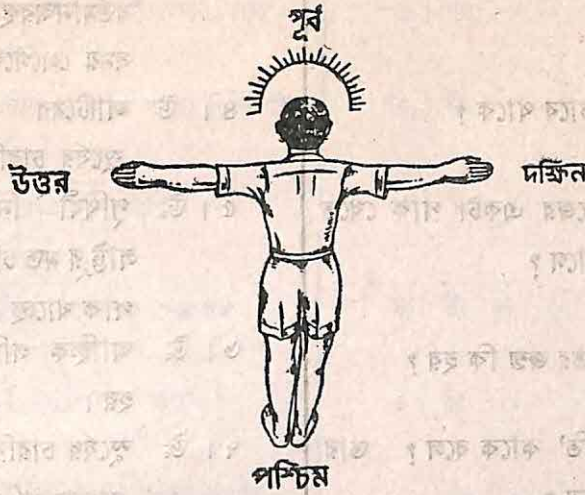
বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। দুটো একটা আবার বরফের টুকরোও পড়ছে। ঝড়ও বইতে আরম্ভ করল। হাতের সুতো কেটে গেল, ঘুড়িও গেল ছিঁড়ে। শীলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। ঝড় এল আরও জোরে।

তাপসের আজ রাতে ঘুম নেই। সূর্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, বাতাস, এই পৃথিবী—এরা সব কোথায় ছিল ? কেন রাত্রি হচ্ছে, দিন হচ্ছে ? মিটমিট করে তারা ! চাঁদটা গোল। যেন একথালা আলো।

প্রলয় বেশ ঘুরে বেড়ায়। কলকাতায় একটা বড় স্কুলে পড়ে। হিমালয় পর্বত দেখেছে সে তো ভারতের উত্তরে। সমুদ্রও সে দেখেছে। ভারত মহাসাগর—যেটা ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত। আর আরব সাগর ? সে তো আছে ভারতের পশ্চিমে। বঙ্গোপসাগর আছে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ দিকে।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

১। প্রঃ সূর্য কি ?

১। উঃ সূর্য আসলে একটা নক্ষত্র। একটা গ্যাসের পিণ্ড।

২। প্রঃ চাঁদ কি ? সেখানে কি আছে ?

২। উঃ পৃথিবীর উপগ্রহ এই চাঁদ। চাঁদে বড় বড় পর্বত আছে। শুকনো খাদ আছে সমুদ্রের মত। তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নানা রঙের ছোট বড় পাথর।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। প্রঃ পৃথিবী কি ? তার সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে ?	৩। উঃ পৃথিবী একটা গ্রহ। সূর্য থেকে ছিটকে পড়া খানিকটা উত্তপ্ত পিণ্ড। বর্তমানঅবস্থায় আসতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে।
৪। প্রঃ পৃথিবী কিভাবে থাকে ?	৪। উ লাটিমের মত পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে অবিরাম ঘুরছে।
৫। প্রঃ পৃথিবীর নিজের একটা পাক খেতে কতদিন লাগে ?	৫। উঃ পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর লাট্টুর মত চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে।
৬। প্রঃ আহ্নিক গতির জন্য কি হয় ?	৬। উঃ আহ্নিক গতির জন্য দিন আর রাত্রি হয়।
৭। প্রঃ 'বার্ষিক গতি' কাকে বলে ? তার ফলে কি হয় ?	৭। উঃ সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। এই ঘোরার গতিকে বলে 'বার্ষিক গতি'। এই 'বার্ষিক গতি'র জন্য ঋতু পরিবর্তন হয়।
৮। প্রঃ উপগ্রহ কি ?	৮। উঃ গ্রহের চারধারে যারা ঘোরে তাদের উপগ্রহ বলে। চাঁদ হ'ল পৃথিবীর একটা উপগ্রহ।
৯। প্রঃ চাঁদ আলো পায় কোথা থেকে ? তার আকার কেমন ?	৯। উঃ চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত হয়। চাঁদের আকার গোল।
১০। প্রঃ নক্ষত্র বা তারা কি ?	১০। উঃ যে আলোগুলো মিটমিট ক'রে জ্বলে তাদের নক্ষত্র বা তারা বলে। যে আলো-গুলো স্থির তাদের বলে গ্রহ।
১১। প্রঃ নয়টা গ্রহের নাম কি ?	১১। উঃ (১) পৃথিবী, (২) মঙ্গল, (৩) বৃহস্পতি, (৪) বুধ, (৫) শুক্র, (৬) প্লুটো, (৭) শনি, (৮) নেপচুন, (৯) ইউ-রেনাস।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ সূর্য আমাদের কি উপকার করে ?	১। উঃ .. ..
২। প্রঃ সূর্যের সাহায্যে কি ক'রে দিক ঠিক করা যায় ?	২। উঃ .. ..
৩। প্রঃ পৃথিবীর আকার কেমন ?	৩। উঃ ... ...
৪। প্রঃ গ্রহ কয়টি ? তাদের নাম বল।	৪। উঃ .. ..
৫। প্রঃ চাঁদের নিজের আলো আছে ?	৫। উঃ ... ...
৬। প্রঃ পূর্ব দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে ডান হাত এবং বাম হাত কোন্ দিকে হবে ?	৬। উঃ ... ...
৭। প্রঃ পৃথিবীর আকার কেমন ?	৭। উঃ ... ...
৮। প্রঃ আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির ফল কি ?	৮। উঃ ... ...

সঠিক কথাটি বেছে সেটি দিয়ে আর একটি বাক্য লেখ

১। সূর্য একটি গ্রহ / তারা। ... ...

২। পৃথিবী একটি উপগ্রহ / গ্রহ। ... ...

৩। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে / ঘোরে না। ... ...

৪। চাঁদের নিজের আলো আছে / নেই। ... ...

৫। শুকতারা দেখা যায় সন্ধ্যাবেলা / ভোরবেলা। ... ...

গাছপালার কথা

মানুষ যা তৈরি করেনি—আপনা থেকে যা-কিছু গড়ে উঠেছে—সাধারণভাবে তাকে আমরা প্রকৃতি বলি। পাহাড়—নদী, সাগর, আকাশ, আমি, তুমি, গাছগাছালি, পশু, পাখি, পতঙ্গ, গ্রহ, তারা—এই সব নিয়ে হ'ল প্রকৃতি। এদের সকলকে নিয়েই হ'ল প্রকৃতির সংসার।

আম, জাম, খেজুর, জামরুল, বাঁশ ঝাড়, কলা গাছের সারি, বট, পাকুড়, লাউ. কুমড়ো, পুঁই, গোলাপ, জবা, টগর—গ্রামের একটা পথ বেয়ে পায়ে হেঁটে চললে, এই গাছপালার দেখা

সহজে পাওয়া যায়। এটা গ্রাম বাংলার একটা সাধারণ ছবি। শহরে কিন্তু এসব মোটেই নজরে পড়ে না। ডাইনে বাঁয়ে ফুটপাথ আর বড় বড় প্রাসাদ। কিছু কিছু বড় গাছের দেখা মেলে। বট, নিম, আম—এই সব গাছ কিছু আছে। আরও অন্য গাছ কিছু আছে। কিন্তু তা অতি সামান্য। গাছেরা আমাদের খুব বড় বন্ধু। অক্সিজেন দান করে। আমাদের ভালভাবে বাঁচতে সাহায্য করে।

মোটামুটি দু'ইভাগে প্রকৃতিকে ভাগ করা যায়। (১) জড় আর (২) জীব। জড় বলতে যাদের প্রাণ নেই। যেমন—ইঁট, মাটি, পাথর। জীব বলতে বোঝায় যাদের প্রাণ আছে। যেমন—মানুষ, পশু, গাছপালা।

আমাদের এখন গাছপালার কথা আলোচনা করতে হবে। গাছপালার অন্য নাম উদ্ভিদ।

তাহলে প্রশ্ন হল—গাছকে উদ্ভিদ বলে কেন?

মাটি ভেদ ক'রে যে জিনিস উপরে উঠে আসে তাকেই বলে উদ্ভিদ। বীজ থেকে চারা হয়। বীজ থাকে মাটির নিচে।

গাছেরও প্রাণ আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এ কথা প্রমাণ করেছিলেন।

গাছের ছয়টি অংশ। (১) মূল, (২) কাণ্ড, (৩) শাখা-প্রশাখা, (৪) পাতা, (৫) ফুল আর (৬) ফল।

শিকড় মাটি থেকে খাবার সংগ্রহ ক'রে পাতায় পাতায় পাঠিয়ে দেয়। গাছকে সোজা আর শক্ত ক'রে ধরে রাখে এই শিকড়।

কাণ্ড গাছকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখে। এই কাণ্ড থেকে ডালপালা বের হয়।

পাতাকে বলা হয় গাছের রান্নাঘর। পাতা সূর্য কিরণ থেকে গাছের খাদ্য তৈরি করে। শিকড় মাটির মধ্য থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে পাতায় পাঠিয়ে দেয়। পাতা তা থেকে খাবার তৈরি করে।

গাছকে চেনা যায় পাতা, ফল ও ফুল দেখে।

পাতা দুই প্রকার। (১) সরল (২) যৌগিক।

যে পাতায় একটা মাত্র ফলক থাকে, তাকে বলে সরল পাতা। যেমন—কাঁঠাল পাতা, আম পাতা—জাম পাতা ইত্যাদি।

যে পাতায় একটার বেশি ফলক থাকে—তাকে যৌগিক পাতা বলে। যেমন—তেঁতুল, বেল ইত্যাদি পাতা।

পাতার মোট তিনটে অংশ—(১) বেষ্টনী, (২) বোঁটা ও (৩) ফলক।

এবারে ফুল আর ফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করব। উত্তরও বলে দেব। তোমরা মন দিয়ে শিখে নাও।

ফুলের মোট পাঁচটি অংশ—(ক) বৃতি, (খ) পাপড়ি বা দল, (গ) পুংকেশর (ঘ) গর্ভকেশর (ঙ) রেণু বা পরাগ।

ফুল দুই প্রকার। (১) গন্ধহীন ও (২) গন্ধযুক্ত।

উদাহরণ—(১) গন্ধহীন ফুল—অপরাজিতা, জবা, কাঞ্চন, প্রভৃতি।

(২) গন্ধযুক্ত ফুল—গোলাপ, যুঁই, বেল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি।

মাষ্টারমশাই বললেন এবার ফুল থেকে ফল কেমন করে হয় বলবো—
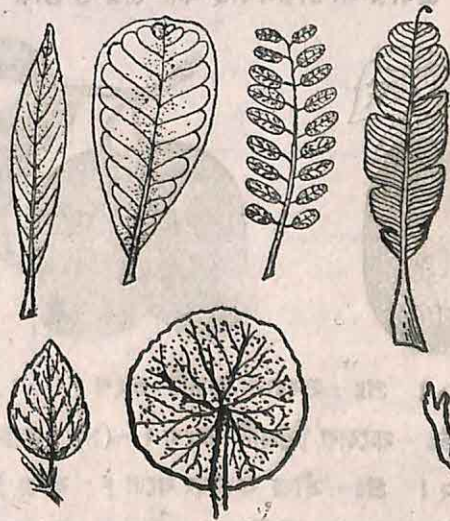
কোন্‌টি কি পাতা বলতো?

প্রজাপতি আর মৌমাছিরা মধু খেতে ফুলের উপর বসে। ফুলের রেণু সেই সময় প্রজাপতি আর মৌমাছির পায়ে লেগে যায়। উড়ে গিয়ে এরা আবার অন্য ফুলে বসে। সেই সময়ে ঐ রেণু অন্য ফুলের রেণুর সঙ্গে মিশে যায়; এমনি করে ফুলেদের রেণু মিলনের জন্য ফল হয়। মাষ্টারমশাই বললেন, মনে রাখবে আমাদের জাতীয় ফুলের নাম পদ্ম।
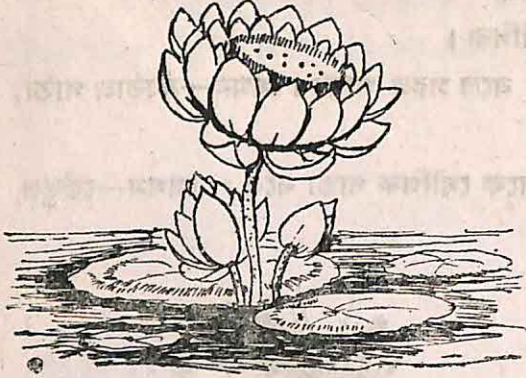
এবারে ফল সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব—

ফল দু' প্রকার। (১) সরস আর (২) নীরস ফল। মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করলেন—সরস এবং নীরস ফল কাকে বলে? আমরা বলতে না পারায় মাষ্টারমশাই বলে দিলেন—

যে ফলের শাঁস রসাল তাকে সরস ফল বলে। যেমন—আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

যে ফলের শাঁস রসাল নয় তাকে নীরস ফল বলে। যেমন—নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি। এবার মাষ্টারমশাই কটি প্রশ্ন ও তার উত্তর বলে দিলেন—
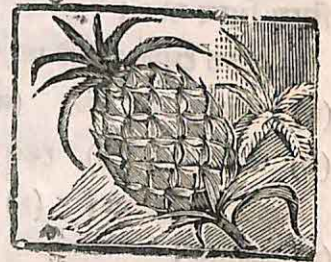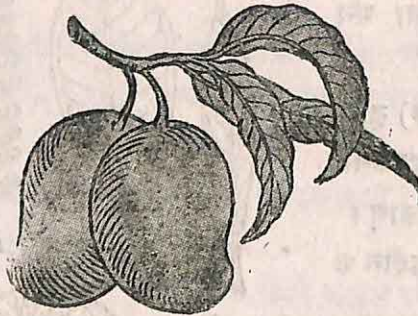
১। প্রঃ—ফলের কয়টি অংশ?

উঃ—ফলের তিনটি অংশ।—(১) ত্বক, (২) শাঁস, (৩) আঁঠি।

২। প্রঃ—বীজ কাকে বলে? বীজ হিসেবে ফল ক'ভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ—ফলের আঁঠি হ'ল বীজ। এই বীজ থেকে গাছ হয়। বীজ হিসেবে ফলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) একবীজ ও (২) বহুবীজ ফল।

৬। প্রঃ—একবীজ এবং বহুবীজ ফল কাকে বলে? তাদের নাম কি?

উঃ—যে ফলের একটা মাত্র বীজ থাকে তাকে একবীজ ফল বলে। যেমন—আম, জাম, লিচু ইত্যাদি।

যে ফলের একটার বেশি বীজ থাকে তাকে বহুবীজ ফল বলে। যেমন—কাঁঠাল, লাউ, কুমড়ো, আতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ গাছের কি প্রাণ আছে?	১। উঃ হ্যাঁ, গাছেরও প্রাণ আছে।
২। প্রঃ গাছের কয়টি অংশ?	২। উঃ গাছের ছয়টি অংশ। মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল আর ফল।
৩। প্রঃ পাতা কি কি কাজ করে?	৩। উঃ শিকর মাটি থেকে যে রস পাতায় পাঠায়, তা থেকে পাতা খাবার তৈরি করে, সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে।
৪। প্রঃ ফুলের কয়টি অংশ ও কি কি?	৪। উঃ ফুলের পাঁচটি অংশ—বৃত্তি, পাপড়ি বা দল, পুংকেশর, গর্ভকেশর ও রেণু বা পরাগ।
৫। প্রঃ আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কি?	৫। উঃ পদ্ম।
৬। প্রঃ ফলের কয়টি অংশ?	৬। উঃ ফলের তিনটি অংশ—ত্বক, শ্বাস ও আঁঠি।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ উদ্ভিদ কাকে বলে?	১। উঃ … … … … … … …
২। প্রঃ শিকড় গাছের কি উপকার করে?	২। উঃ … … … … … … …
৩। প্রঃ গাছের কি প্রাণ আছে?	৩। উঃ … … … … … … …
৪। প্রঃ ফুলের কয়টি অংশ? তাদের নাম কি?	৪। উঃ … … … … … … …

৫। প্রঃ বীজ হিসেবে ফলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়।	৫। উঃ ... ...
৬। প্রঃ যৌগিক পাতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।	৬। উঃ ... ...
৭। প্রঃ ফলের কয়টি অংশ এবং কি কি?	৭। উঃ ... ...
৮। প্রঃ কয়েকটি সুগন্ধি ফুলের নাম লেখ?	৮। উঃ ... ...

পশু, পাখি, মাছ, ব্যাঙ ও শামুকের কথা

পশু বল আর পাখি বল— তুমি আমি সকলে কিছু-না-কিছু দেখেছি। যারা গ্রামে থাকে, তারা বেশি করে দেখে। কারণ গ্রামে গাছপালা অনেক। ফুল ফোটে, ফল হয়। পাখিরা মনের আনন্দে গান গায়। মৌমাছি, প্রজাপতিরা মধু খায়। মাঠে মাঠে ঘাস আছে। আছে কত রকমের আগাছা। গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া চরে খায়। খাল, বিল, পুকুর, নালা আর নদী—এসব তো আছেই। তাই মাছের ছড়াছড়ি। শহরে এত সব দেখা যায় না। অল্প কিছু পাখি, অল্প কিছু পশু দেখা যায়। তবে শহরে কিন্তু চিড়িয়াখানা আছে। আর সেখানে গেলে অনেক কিছু দেখা যায়। ছোট ছোট পাখি থেকে বাঘ, সিংহ, হাতি পর্যন্ত দেখা যায়।

মাষ্টারমশাই নিজে প্রশ্ন করছেন আবার নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন। তাপস, দীপেন, রহিম ওরা মন দিয়ে শুনছে।

প্রঃ প্রাণী কাদের বলা হয়? উঃ—যাদের প্রাণ আছে তাদের প্রাণী বলা হয়।

প্রঃ প্রাণী কয় প্রকার এবং কি কি? উঃ—প্রাণী চার প্রকার—(১) স্থলচর, (২) জলচর, (৩) উভচর, (৪) খেচর। প্রঃ—স্থলচর প্রাণী কাদের বলে?
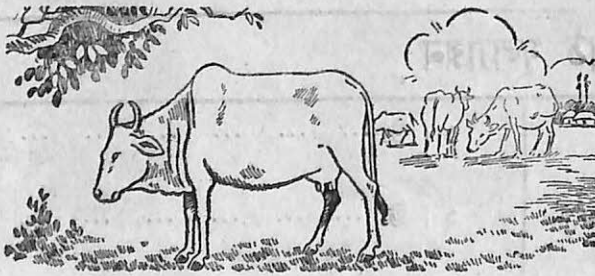
উঃ যে সকল প্রাণী ডাঙ্গায় বাস করে তাদের স্থলচর প্রাণী বলা হয়। যেমন—ঘোড়া, গরু, কুকুর ও বিড়াল ইত্যাদি। প্রঃ—জলচর প্রাণী কাদের বলে? উঃ—যে সব প্রাণী জলে থাকে তাদের জলচর প্রাণী বলে। যেমন—মাছ, তিমি, ও কুমীর ইত্যাদি। প্রঃ—উভচর প্রাণী কাদের বলে?

উঃ জলে স্থলে উভয় জায়গায় যারা বসবাস করে তাদের উভচর প্রাণী বলে। যেমন—সাপ, শামুক, ও ব্যাঙ ইত্যাদি।

প্রঃ খেচর প্রাণী কাকে বলে।

উঃ আকাশে উড়ে বেড়ায় যেসব প্রাণী তাদের খেচর বলে। যেমন—পাখি।

প্রঃ গৃহপালিত আর বন্যপশু কাদের বলে।

উঃ (ক) গৃহে পালন করা হয় যাদের তাদের গৃহপালিত পশু বলে। যেমন—ছাগল, কুকুর, বিড়াল, মহিষ, ঘোড়া আর গরু এইসব।

যে সব পশু বনে বাস করে এবং সহজে মানুষের পোষ মানতে চায় না তাদেরই বন্য পশু বলে। যেমন—সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, শেয়াল ইত্যাদি।

প্রঃ মাছ কি প্রাণী? কেমন করে জন্মায়? উঃ—মাছ জলচর প্রাণী। ডিম থেকে মাছ জন্মায়। প্রঃ—মাছ কিসের সাহায্যে শাস-প্রশ্বাস নেয়? উঃ—মাছ তার ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।
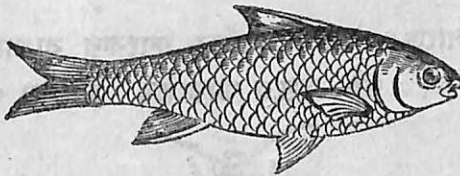
প্রঃ ব্যাঙ কোন শ্রেণীর প্রাণী? উঃ—ব্যাঙ উভচর প্রাণী। জলে এবং স্থলে উভয় জায়গাতেই বাস করে। প্রঃ—ব্যাঙ কত রকমের এবং কি কি? উঃ—ব্যাঙ দুই রকমের—(১) সোনা ব্যাঙ ও (২) কোলা ব্যাঙ। প্রঃ—ব্যাঙ জন্মায় কিভাবে? ব্যাঙাচি কাদের বলে? উঃ ব্যাঙের জন্ম হয় ব্যাঙ থেকে। ব্যাঙের বাচ্চাকে ব্যাঙাচি বলে। প্রঃ—শামুক কি প্রাণী? কত প্রকার এবং কি কি? উঃ—এরা উভচর প্রাণী। শামুক দুই প্রকার। (১) স্থলচর (২) জলচর। প্রঃ শামুকের চোখ কোথায় থাকে? এরা কি খেয়ে বেঁচে থাকে? উঃ—শুঁড়ের উপরে শামুকের চোখ থাকে। কচিপাতা, পচাপাতা, শেওলা এইসব খেয়ে বেঁচে থাকে।

মাষ্টারমশাই বললেন, এবার পাখিদের সম্বন্ধে বলবো—পাখি খেচর প্রাণী। এরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। ডিম ফুটে পাখিদের বাচ্চা বের হয়। আবার কোন কোন পাখির ডিম বের হয় না। একেবারেই বাচ্চা হয়। পাখিরা পোকামাকড়, পাকা ফল, ধান, কলাই ইত্যাদি খায়। আবার কিছু পাখি আছে যারা মাছ এবং ছোট ছোট প্রাণী ধরে খায়। পেঁচা,
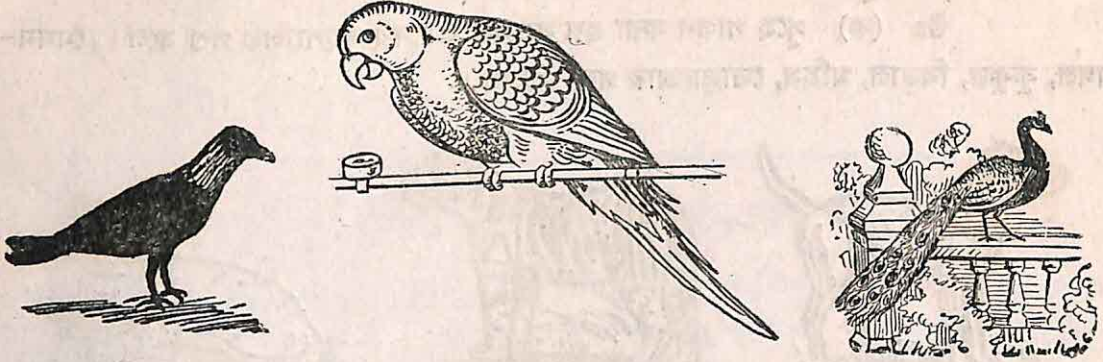
বাদুড় এইসব হল নিশাচর প্রাণী কারণ এরা রাতে ঘুরে বেড়ায়।

প্রঃ কোন পাখিকে ঝাড়ুদার পাখি বলা হয়?

উঃ কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলা হয়। এরা মরা ইঁদুর, বেড়াল খায়। নোংরা খেয়ে পথঘাট পরিষ্কার করে রাখে।

প্রঃ কোন পাখিকে শিল্পী বলা হয়?

উঃ বাবুই পাখিদের শিল্পী বলা হয়।

প্রঃ কোন পাখি পরের বাসায় ডিম পাড়ে? উঃ—কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। প্রঃ—ভারতের জাতীয় পাখির নাম কি? উঃ—ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি।
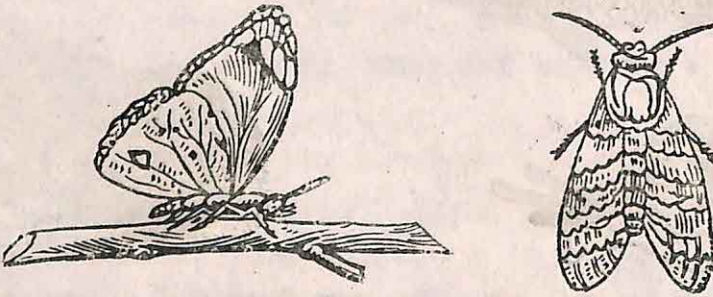
প্রঃ প্রজাপতি কেমন করে জন্মায়? উঃ—স্ত্রী প্রজাপতিরা গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে শুঁয়োপোকা হয়। শুঁয়োপোকারা কচি পাতা খায়। পরে লালা দিয়ে একটা গুটি তৈরি করে তার ভেতরে ঘুমায়। শেষে এই গুটি কেটে প্রজাপতি বার হয়। প্রঃ—মথ কি? উঃ—মথ প্রজাপতির মতই একপ্রকার পতঙ্গ। মথ বের হয় রাত্রে আর প্রজাপতি বের হয় দিনে। মথ প্রজাপতির মত দেখতে তেমন সুন্দর নয়।

প্রঃ মথের গুটি থেকে কি পাওয়া যায়? উঃ—মথের গুটি থেকে রেশম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ 'মরুভূমির জাহাজ' কাকে বলে ?	১। উঃ উটকে।
২। প্রঃ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কোথায় পাওয়া যায় ?	২। উঃ সুন্দরবনে।
৩। প্রঃ কোন পাখি শেখালে কথা বলে ?	৩। উঃ ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া।
৪। প্রঃ কোন্ পাখিকে বসন্তের দূত বলা হয় ?	৪। উঃ কোকিল।
৫। প্রঃ কয়েকটা ঝগড়াটে পাখির নাম বল ?	৫। উঃ শালিক, ফিঙে।
৬। প্রঃ কোন্ পাখিরা বাসা বাঁধতে জানে না ?	৬। উঃ কোকিল, বউ-কথা-কও, পাপিয়া।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ কয়েকটি গৃহপালিত পশুর নাম কর।	১। উঃ ... ...
২। প্রঃ বন্য পশু কাকে বলে ?	২। উঃ ... ...
৩। প্রঃ মাছেরা ফুল্‌কো দিয়ে কি করে ?	৩। উঃ ... ...
৪। প্রঃ ব্যাঙাচি কাদের বলে ?	৪। উঃ ... ...
৫। প্রঃ ঝাড়ুদার পাখি কাকে বলে ?	৫। উঃ ... ...
৬। প্রঃ প্রজাপতির জন্ম কেমন করে হয় ?	৬। উঃ ... ...

মাটি, পাথর অথবা শিলা

পৃথিবীতে এসেই প্রথমে আমরা মাটিতে পা রাখি। মারা গেলে আবার মাটিতেই মিশে যায় দেহটা। মৃতদেহ পোড়ালে ছাই হয়ে মাটিতে মেশে আর কবর দিলে সরাসরি মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। যে কদিন বেঁচে থাকি—মাটিকে বাদ দিয়ে চলাফেরা করতে পারি না। আবার যা আহার করি—তার সবটাই প্রায় মাটিতে জন্মে থাকে। মাটি ছাড়া মানুষ অসহায়। সেই মাটির কথা একটু জেনে রাখা অথবা তার সাথে পরিচয় থাকা খুব প্রয়োজন। মাটি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। যেমন—(১) বেলে মাটি, (২) দো-অাঁশ মাটি, (৩) নোনামাটি, (৪) এঁটেল মাটি, (৫) কাঁকুড়ে মাটি।

বেলে মাটিতে আলু, তরমুজ, ফুটির ফলন খুব ভাল হয়। দো-অাঁশ মাটিতে—সব রকমের ফসল ফলে থাকে। নোনা মাটিতে—নারিকেল আর সুপারির ফলন ভাল হয়। এঁটেল মাটিতে

ধান, পাট, কলাই ভাল হয়। কাঁকুড়ে মাটিতে—সরষে, রাই ফসল ভাল ফলে। কিছু কিছু গমের ফলনও হয়। যে মাটিতে বালির অংশ বেশি থাকে—তাকে বলে বেলে মাটি। যে মাটিতে কাদা আর বালি সমান সমান ভাবে মেশানো থাকে, তাকে দো-আঁশ মাটি বলে। যে মাটিতে লবণের ভাগ বেশি পরিমাণে থাকে তাকে বলে নোনা মাটি। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানের মাটিতে লবণ বেশি থাকে। এসব মাটিতে ভাল ফসল ফলে না। যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশি থাকে—তাকে বলে এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটিতে আঠার ভাব থাকে। যে মাটিতে কাঁকর আর পাথরের কুঁচি বেশি থাকে, তাকে কাঁকুরে মাটি বলে।

পৃথিবীর উপরিভাগে অনেক স্থানে কঠিন পদার্থ দিয়ে ঢাকা থাকে, আর এই কঠিন পদার্থকে শিলা বা পাথর বলে। মাস্টারমশাই বললেন—তোমরা জান পাথর কত প্রকার এবং কি কি? পাথর বা শিলা মোটামুটি চার রকমের হয়। যেমন—(১) আগ্নেয়শিলা, (২) চুনা পাথর, (৩) পালন শিলা ও (৪) রূপান্তরিতা শিলা।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

১। প্রঃ মাটি কয় প্রকার ও কি কি?	১। উঃ মাটি পাঁচ প্রকার—বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, নোনা মাটি, এঁটেল মাটি ও কাঁকুড়ে মাটি।
২। প্রঃ নোনা মাটিতে কি ভাল হয়?	২। উঃ নারিকেল, সুপারী নোনা মাটিতে ভালো হয়।
৩। প্রঃ এঁটেল মাটিতে কি কি হয়?	৩। উঃ ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি হয়।
৪। প্রঃ পাথর বা শিলা কয় রকম?	৪। উঃ শিলা মোটামুটি চার রকম, যথা—আগ্নেয়শিলা, চুনা পাথর, পালণ শিলা ও রূপান্তরিত শিলা।

পাঠ মূল্যায়ন

১। প্রঃ মাটি কয় প্রকার ও কি কি?	১। উঃ। ... ...
২। প্রঃ নোনা মাটি এবং দো-আঁশ মাটি কাকে বলে?	২। উঃ। ... ...
৩। প্রঃ ধান, গম, নারিকেল কোন্ কোন্ মাটিতে জন্মায়?	৩। উঃ। ... ...
৪। প্রঃ শিলা কয় প্রকার? তাদের নাম লেখ।	৪। উঃ। ... ...

স্বাস্থ্য—কয়েকটা সাধারণ রোগ এবং তার প্রতিকার আর আহার

যার সুন্দর স্বাস্থ্য আছে, তার সবকিছু আছে। সে অনেক পরিশ্রম করতে পারে। লোকে তাকে ভালবাসে। দেখতে ভাল লাগে, শরীরে শক্তি থাকে। চোর-ডাকাতের হাতে
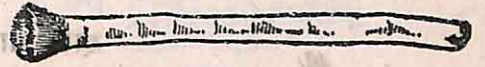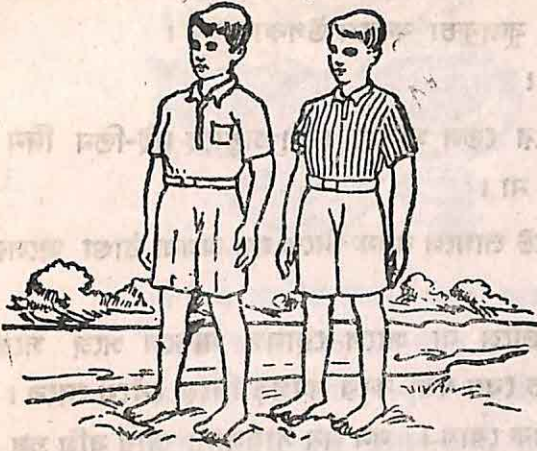
পড়লে লড়াই করে নিজেকে বাঁচিয়ে আনতে পারে। খেতে, বেড়াতে ভাল লাগে। মনে থাকে আনন্দ। মুখে থাকে হাসি। মনে আসে বল। তাই স্বাস্থ্যই হ'ল সম্পদ।

রোগ হয় কেন?

বাইরে থেকে রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে নানাভাবে প্রবেশ করতে পারে। জল, বাতাস, খাবার এসবের মধ্য দিয়ে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে।

স্বাস্থ্যকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম হ'ল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্যকে সুন্দর রাখার নাম ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য।

দ্বিতীয় হ'ল পারিবারিক স্বাস্থ্য। অর্থাৎ একটা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার নাম পারিবারিক স্বাস্থ্য।

তৃতীয় হ'ল—সামাজিক স্বাস্থ্য। অর্থাৎ সমাজের সকলের স্বাস্থ্য সুন্দর ও সুস্থ রাখাকে বলে সামাজিক স্বাস্থ্য।

নিয়মিত দাঁত মাজা অবশ্য প্রয়োজন, না মাজলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের গোড়া ফোলে আর অল্প বয়সে দাঁত পড়ে যায়।

মাষ্টারমশাই বললেন—কিভাবে চুলের যত্ন করতে হয় শোন—

মাঝে মাঝে মাথায় সাবান দিয়ে চুল পরিষ্কার রাখতে হয়। স্নানের আগে মাথায় ও চুলে ভাল করে তেল মাখতে হয়। স্নানের পর চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ানো দরকার।

মলমূত্র শরীরের ভিতরের ময়লা। এজন্য রোজ নির্দিষ্ট সময়ে মলমূত্রকে দেহ থেকে বের করে দিতে হবে। নয়তো শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে।

ফুসফুসের কাজ কি জান? রক্ত শোধন করাই ফুসফুসের কাজ।

শিরা ও ধমনীর কাজ—দেহের রক্ত চলাচলে সাহায্য করা।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে, বৃষ্টিতে ভিজলে বা বেশি স্নান করলেও সর্দি হতে পারে। সর্দি, কাশি বা গলাব্যথা হলে গরম জলে নুন মিশিয়ে কুলকুচা করলে উপকার হয়।

পরিষ্কার না থাকলে খোস-পাঁচড়া হয়।

প্রতিদিন স্নান করবার সময়ে ভাল করে তেল মাখতে হয়। সপ্তাহে দুই-তিন দিন সাবান মাখা ভাল। তাহলে খোস-পাঁচড়া হবে না।

হাতে বা পায়ে চোট লাগলে বরফ দিতে হয় অথবা ঠাণ্ডা জলের পটি দিতে হয়।

বিছাতে হুল ফোটালে বা সাপে ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে, উপরে ও নিচে বেশ শক্ত করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেবে।

কলেরা বড় মারাত্মক রোগ। ঘন ঘন পায়খানা আর বমি হয়। দেখতে দেখতে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো অবশ্য কর্তব্য। আর যাতে এই রোগ ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার ব্যবস্থা দ্রুত নিতে হবে। বাইরের খোলা খাবার খাওয়া উচিত নয়।

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ হ'ল—খুব শীত করে জ্বর আসা। সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মশার বিস্তার না ঘটে সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্যকে যেন মশা না কামড়ায়।

বসন্ত রোগ হলে ইন্‌জেকসান বা টিকা নেওয়া দরকার। রোগীকে সবসময় মশারীর মধ্যে রাখতে হয়। কলেরা রোগীর মত এ রোগেও রোগীর জামা-কাপড়, বিছানা সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা উচিত। অথবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া ভাল। রোগীর ঘরে যেন আলো-বাতাস খেলতে পারে। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে!
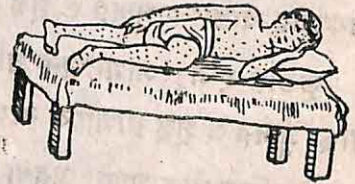
আমরা প্রতিদিন যা খাই কিংবা পান করি—তাকে খাদ্য বলে। সারা দিনের পরিশ্রমে আমাদের শরীর ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়পূরণ করতে এবং শরীরকে বৃদ্ধি এবং সবল করবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করি। জল বেশি করে পান করা উচিত। জল পান করলে শরীরের জলীয় অংশ পূরণ হয় এবং শরীরের ভিতরে যে ময়লা থাকে সেটা মূত্র এবং ঘামের সঙ্গে বের হয়ে যায়।

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন।

শর্করা, নুন, তেল, জল, আমিষ আর ভিটামিন এই ছয় প্রকার খাদ্য উপাদান যে খাদ্যে থাকে, তাকে বলে সুষম খাদ্য। দুধের মধ্যে এই ছ'টা খাদ্য উপাদানই আছে।

আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, মাংস, ডাল, ডিম এবং দুধ ইত্যাদি।

শর্করা জাতীয় খাদ্য—ভাত, রুটি, সুজি, সবজি, চিনি ইত্যাদি।

লবণ জাতীয় খাদ্য—শাক-সবজি।

ভিটামিন জাতীয় খাদ্য—ফল, শাক, দুধ ইত্যাদি।

তেল জাতীয় খাদ্য—বাদাম, তেল, নারিকেল, মাখন, ঘি ইত্যাদি।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

১। প্রঃ স্বাস্থ্যকে কয়টি অংশে ভাগ করা যায়?

২। প্রঃ ফুসফুসের কাজ কি?

৩। প্রঃ ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ কি?

৪। প্রঃ আমরা খাদ্য গ্রহণ করি কেন?

১। উঃ স্বাস্থ্যকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, (২) পারিবারিক স্বাস্থ্য ও (৩) সামাজিক স্বাস্থ্য।

২। উঃ ফুসফুসের কাজ রক্ত শোধন করা।

৩। উঃ খুব শীত লাগে ও কাঁপিয়ে জ্বর আসে।

৪। উঃ সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে ক্ষয় হয়, তা পূরণের জন্য ও শরীরের বৃদ্ধি, সবল ও সুস্থ থাকার জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করি।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ কতকগুলো পুষ্টিকর খাদ্যের নাম লেখ।	১। উঃ … … … … … …
২। প্রঃ দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন ?	২। উঃ … … … … … …
৩। প্রঃ বিষম লাগে কেন ?	৩। উঃ … … … … … …
৪। প্রঃ শরীর খারাপ হয় কেন ?	৪। উঃ … … … … … …
৫। প্রঃ স্নান করা উচিত কেন ?	৫। উঃ … … … … … …
৬। প্রঃ মলমূত্র ত্যাগ না করলে কি ক্ষতি হয় ?	৬। উঃ … … … … … …
৭। প্রঃ ফুসফুসের কাজ কি ?	৭। উঃ … … … … … …
৮। প্রঃ কয়েকটা সাধারণ রোগের নাম লেখ।	৮। উঃ … … … … … …
৯। প্রঃ গায়ে আগুন লাগলে কি করা উচিত ?	৯। উঃ … … … … … …
১০। প্রঃ বিছে বা সাপে কামড়ালে কি করা উচিত ?	১০। উঃ … … … … … …

সামাজিক আচার আচরণ

আমরা সামাজিক প্রাণী। সমাজকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারি না। এটা ভালভাবে শিখেছি। সমাজে মানুষই প্রধান। আমরা সেই সমাজে মিশব কি করে? নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে মিশব। আচার আচরণ ভাল করবার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

সমাজে এক একজনের সঙ্গে এক একরকম পরিচয় গড়ে ওঠে। কেউ বন্ধু, কেউ স্নেহের পাত্র। কেউ গুরুজন। যার সঙ্গে যে সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করাই ঠিক। কেউ যেন আমার কথায় বা আচরণে কষ্ট না পান। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সমাজবদ্ধ ভাবে একসঙ্গে বসবাস করি আমরা। কতকগুলো সুন্দর নিয়ম মেনে চলতে হয় সকলকে। এসব নিয়ম এবং ব্যবহার মানাকে বলে আচার-আচরণ।

শিক্ষক বিদ্যা দান করেন। তিনি আমাদের গুরু। তাঁদের সঙ্গে বিনয়, নম্র ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে ঢুকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে।

বয়সে যাঁরা বড় তাঁরাই হলেন গুরুজন। এঁদের সঙ্গে নত নম্র ব্যবহার করা উচিত।
প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিজের বাড়ির আপনজনের মত ব্যবহার করতে হবে।
সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করবে ভাইবোনের মত।

সভা-সমিতিতে চুপচাপ বসে থেকে সব শুনতে হয়। সভা শেষ হবার আগে চলে আসা ঠিক নয়।

শিক্ষকমশাই পাঠ শেষ করে বললেন—তোমরা কিছু বলবে? রহিম বললে—দুটো লাইন বারে বারে মনে পড়ছে। বাড়িতে বাবার কাছে শিখেছি।

" সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

শিক্ষকমশাই খুশি হ'য়ে বললেন—খুব সুন্দর বলেছ। কবির এই উপদেশ মেনে চলবে।

প্রশ্ন আর তার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ শিক্ষকমশাই-এর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে?	১। উঃ শিক্ষকমশাই বিদ্যা দান করেন—আমাদের পড়ান। তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধা, বিনয় ও নম্রভাবে ব্যবহার করা উচিত।
২। প্রঃ সহপাঠীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে?	২। উঃ সহপাঠীদের সঙ্গে ভাই-বোনের মত ব্যবহার করা উচিত।
৩। প্রঃ শূন্যস্থান পূরণ কর :—	৩। উঃ সকলের............সকলে............ ....আমরা.........তরে।

পাঠ মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রঃ আমাদের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত?	১। উঃ ... ...
২। প্রঃ শিক্ষকমশায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে?	২। উঃ ... ...
৩। প্রঃ প্রতিবেশীদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে?	৩। উঃ ... ...
৪। প্রঃ সহপাঠীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত?	৪। উঃ ... ...
৫। প্রঃ বাড়িতে যারা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে তোমার ব্যবহার কেমন হবে?	৫। উঃ ... ...

জেনে রাখা ভাল

প্রশ্ন	উত্তর
১। স্বাধীনতা-দিবস	১। ১৫ই আগষ্ট
২। শহীদ-দিবস	২। ৩০শে জানুয়ারী (গান্ধীজীর তিরোধান-দিবস)
৩। সাধারণতন্ত্র (প্রজাতন্ত্র)-দিবস	৩। ২৬শে জানুয়ারী
৪। শিক্ষক-দিবস (সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন)	৪। ৫ই সেপ্টেম্বর
৫। নেতাজীর জন্মদিন	৫। ২৩শে জানুয়ারী
৬। কল্পতরু উৎসব	৬। ১লা জানুয়ারী
৭। মহরম	৭। মহরম মাসে (মুসলিমদের মাস)
৮। সরস্বতী পূজা	৮। মাঘ-ফাল্গুন মাসে।
৯। সাতটি বারের নাম	৯। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি।
১০। বারটা মাসের নাম	১০। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাড়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।
১১। পক্ষ দুটির নাম কি ?	১১। শুক্ল আর কৃষ্ণ পক্ষ
১২। ছয় ঋতুর নাম কি ?	১২। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্ত।
১৩। আমাদের দেশের রাজধানীর নাম কি ?	১৩। দিল্লী
১৪। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ?	১৪। কলিকাতা।